"সবাই মিলে দেব কর
দেশ হবে স্বনির্ভর"।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

ভূয়া/জাল TIN বিষয়ক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৮৪এ ধারা মোতাবেক যে সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণ কর্তৃক কার্যসম্পাদন বা সেবা গ্রহণকালে করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর বা TIN (Taxpayer's Identification Number) দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে কিছু অসাধু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজে অথবা অসাধু ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ভূয়া/জাল TIN Certificate দাখিল করা হচ্ছে। Land Registration Authority কর্তৃক ভূমি বা ফ্লাট ক্রয়ের রেজিষ্ট্রেশন, BRTA কর্তৃক মোটরযান রেজিষ্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়ন, City Corporation কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক Credit Card ইস্যুর ন্যায় ক্ষেত্রগুলোতে এ ধরনের প্রতারণার হার আশঙ্কাজনক পর্যায়ের মর্মে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ইতিমধ্যে কয়েকটি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের TIN যাচাই করে অনেক ভূয়া/জাল TIN সন্ধান পাওয়া গেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ভূয়া/জাল TIN সনাক্তকরণের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

২। কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ ধরণের জালিয়াতি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে দন্ডনীয় অপরাধ। সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিজস্ব আইনে এ ধরণের অপরাধের প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৬৫ ধারা মোতাবেক এ ধরণের অপরাধ সংঘটিত করা বা এ ধরণের অপরাধ সংঘটনে সহায়তার কারণে ৩ মাস থেকে ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে।

৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভূয়া/জাল TIN ধারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সকলকে ভূয়া/জাল TIN এর পরিবর্তে সঠিক TIN গ্রহণের একটি সুযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ভূয়া/জাল TIN দাখিল করে থাকলে TIN ফরম পূরণ এবং ন্যূনতম ৩০০০/- টাকা অগ্রীম আয়কর অথবা প্রদেয় সম্পূর্ণ আয়কর পরিশোধসহ আয়কর রিটার্ন দাখিল করে সংশ্লিষ্ট আয়কর সার্কেল থেকে সঠিক TIN নিতে পারবেন। এ সুযোগ আগামী ৩০শে এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল ভূয়া/জাল TIN দাখিলকারী এ সুযোগ গ্রহণ করবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্ব স্ব আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। যাদের ভূয়া TIN আছে তারা সঠিক TIN সংগ্রহের এ সুযোগ গ্রহণ করবেন বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

DFP-225-16/3/09 G-14

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

১। যদি বুদ্ধিদীপ্ত জাতি চান আয়োডিন যুক্ত লবণ খান।

২। শাল দুধ শিশুর জীবনে প্রথম টিকা।

৩। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ পান করান। ছয় মাস পূর্ণ হবার পর থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি পারিবারিক খাবার দিন।

৪। শিশুর জন্মের ৬ সপ্তাহের মধ্যে মাকে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (২,০০,০০০ আইইউ) খাওয়ান।

৫। ১-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে বছরে দুইবার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল (২,০০,০০০ আইইউ) খাওয়ান।

৬। ২-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে বছরে দুইবার কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ান।

ডিএফপি-২২৪-১৬/৩/০৯ জি-০৯

জাটকা রক্ষায় সবাই এগিয়ে আসুন

- ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত ইলিশ জাটকা নামে পরিচিত। আজকের জাটকাই আগামী দিনের বড় ইলিশ।
- দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান একক প্রজাতি হিসাবে সবচেয়ে বেশী।
- ১ নভেম্বর থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সকল জলাশয় থেকে জাটকা ধরা, বহন, ক্রয়-বিক্রয় বা মজুদ রাখা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রথমবার আইন ভংগ করলে কমপক্ষে ১ মাস হতে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা এবং পরবর্তী প্রতিবার আইন ভংগ করলে কমপক্ষে ২ মাস হতে ১ বৎসর কারাদন্ড তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

- জাটকা রক্ষা কর্মসূচি ও ইলিশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে ইলিশ উৎপাদন বছরে ৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টনে টেকসইভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভব।

আসুন সবার সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাটকা রক্ষা করে দেশের মূল্যবান সম্পদ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করি।

প্রচারে ঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

DFP-221-16/3/09 G-15

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস -২০০৯ সফল হোক, সার্থক হোক

শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে আমাদের তথ্য
সেবার সাথে আপনিও হোন একজন গর্বিত অংশীদার

- আপনার শিশুর জন্মদিন এবং যেকোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে তার হাত দিয়ে অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা রোপণ করুন ও সেগুলোর যত্ন-পরিচর্যার দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করুন। এতে অর্থ, পুষ্টির যোগানসহ পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- বাড়ির আনাচে-কানাচে সবজি, ফল ও ফুলের বাগান গড়ে তুলতে শিশুদেরকে কাজে লাগান। বাগান করার মাধ্যমে শিশু মনের বিকাশ সাধন, শ্রমদানের অভ্যেস ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা এবং পারিবারিক স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধান করবে।
- ঘরোয়া পরিবেশে কবুতর, কোয়েল ও হাঁস-মুরগি পালনে শিশুরা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। একাজে শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন। আর্থিকভাবে লাভবান হোন।
- লেখাপড়া, খেলাধুলা ও শরীর গঠনে শিশুদেরকে উৎসাহিত করুন। মনে রাখবেন সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা উন্নত জাতির অন্যতম উপাদান। শিশুকে নিয়মিত ও পরিমাণ মতো প্রয়োজনীয় শাক সবজি, ফলমূল, ছোট মাছ ইত্যাদি খেতে দিন। অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব হতে রক্ষা করুন।

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়

DFP-220-16/3/09 G-12